



অনুদ প্রতী উদ্ধৃতি

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 26 July 2026, 01:42 AM | বিভাগ: উদ্যোক্তা উন্নয়ন



বর্তমান বশ্বে উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণে গবেষণা একটি মৌলিক সূচকে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল জ্ঞান বিতরণে প্রতিষ্ঠান নয়; বরং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারে অবদান রাখার কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংগুলো গবেষণার গুণগত মান ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে কডিএস (কোয়াকুরলেস মিন্ডস)-এর বশ্বে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কডিএস র‍্যাংকিংয়ে গবেষণার প্রভাব পরিমাপের জন্য যে সূচকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা হলো “অনুদ প্রতী উদ্ধৃতি” (সাইটেশনস পার ফ্যাকাল্টি)।

একটি গবেষণা প্রবন্ধ কতবার অন্য গবেষক দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছে, তা সাধারণত সেই গবেষণার প্রভাব,

গ্রহণযোগ্যতা এবং একাডেমিক গুরুত্বের নরিদশেক হসিবে ববিচেতি হয়। আর একটি বশিবদিয়ালয়রে মোট উদ্ধূতির সংখ্যা যখন তার শকিষক বা অনুষদ সদস্যরে সংখ্যার সাথে তুলনা করে হসিাব করা হয়, তখন যে সূচকটি পাওয়া যায় তাকে অনুষদ প্রতি উদ্ধূতি বা সাইটশেনস পার ফ্যাকাল্টি বিলা হয়। এটি মূলত গবষণার পরিমাণ নয়, বরং গবষণার গুণগত মান, প্রভাব এবং আন্তর্জাতিকি গ্রহণযোগ্যতার প্রতফিলন।

বাংলাদেশে উচ্চশকিষা ব্যবস্থায় গত এক দশকে গবষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পলেও আন্তর্জাতিকি মানরে উদ্ধূতি অর্জনরে ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অনেকে বশিবদিয়ালয়রে গবষণা কার্যক্রম সম্প্রসারতি হলেও সেই গবষণার বশৈবকি প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। ফলে কডিএস র্যাংকিংয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশে বশিবদিয়ালয়গুলো এখনও পছিয়ে রয়েছে। কডিএস বশিব বশিবদিয়ালয় র্যাংকিংয়ে অনুষদ প্রতি উদ্ধূতি গবষণা প্রভাব পরিমাপরে অন্যতম প্রধান সূচক। সাধারণভাবে একটি বশিবদিয়ালয়রে গবষেক ও শকিষকদরে প্রকাশতি গবষণা প্রবন্ধ কতবার অন্যান্য গবষেক দ্বারা উদ্ধূত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই সূচক নির্ধারণ করা হয়। তবে কডিএস কেবল মোট উদ্ধূতির সংখ্যা বিবেচনা করে না; বরং বশিবদিয়ালয়রে মোট অনুষদ সদস্যরে সংখ্যার সাথে উদ্ধূতির পরিমাণরে একটি অনুপাত নির্ধারণ করে। ফলে বড় বশিবদিয়ালয় এবং ছোট বশিবদিয়ালয়রে মধ্যে তুলনামূলক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উদ্ধূতি মূলত এক ধরনে একাডেমিক স্বীকৃতি যখন একজন গবষেক অন্য গবষেকরে কাজ ব্যবহার করেন বা তাঁর গবষণাকে তথ্যসূত্র হসিবে উল্লেখ করেন, তখন সটে একটি উদ্ধূতি হসিবে গণ্য হয়। একটি গবষণা যত বেশি উদ্ধূত হয়, তত বেশি বিোঝা যায় যে সটে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এজন্যই গবষণা জগতে উদ্ধূতিকি গবষণার প্রভাব-এর অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূচক হসিবে বিবেচনা করা হয়।

বশিবরে শীর্ষ বশিবদিয়ালয় যমেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, এবং ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড উচ্চ “অনুষদ প্রতি উদ্ধূতি” (সাইটশেনস পার ফ্যাকাল্টি) অর্জনরে মাধ্যমে গবষণার ক্ষেত্রে তাদের বশৈবকি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু অধিক সংখ্যক গবষণা প্রকাশতি হয় না; বরং গবষণাগুলো আন্তর্জাতিকি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও উদ্ধূত হয়। কডিএস-এর দৃষ্টিতে অনুষদ প্রতি উদ্ধূতি একটি বশিবদিয়ালয়রে গবষণার গুণগত মান, আন্তর্জাতিকি দৃশ্যমানতা, একাডেমিকি প্রভাব এবং জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষমতার প্রতফিলন। একটি বশিবদিয়ালয় যদি উচ্চমানরে গবষণা প্রকাশ করতে পারে এবং সেই গবষণা বশৈবকি গবষণা সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তার অনুষদ প্রতি উদ্ধূতি সূচক উন্নত হয়। ফলে এই সূচক বশিবদিয়ালয়রে গবষণা সক্ষমতা মূল্যায়নে একটি কার্যকর মাধ্যম হসিবে বিবেচতি হয়।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণা কার্যক্রম গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে। তবুও অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থান এখনও সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিমাণের তুলনায় গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রভাব সীমিত। অনেক গবেষণা স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যার ওপর ভিত্তি করে হলেও তা আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের কাছে পর্যাপ্তভাবে পৌঁছাতে পারে না। ফলে প্রকাশনা থাকলেও উদ্ধৃতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গবেষণার মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, প্রকাশনার জার্নাল নির্বাচন এবং গবেষণার দৃশ্যমানতা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু শীর্ষ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকাশনায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এখনও পাঠদানকেন্দ্রিক একাডেমিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেকে

শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হওয়ায় গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না।

একইসাথে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা অবকাঠামো, গবেষণা অনুদান, উন্নত গবেষণাগার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি সূচকে প্রভাবিত করেছে। ফলে গবেষণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উদ্ধৃতির হার কাক্সিক্ষিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারছে না। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুষদ প্রতি উদ্ধৃতি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার পছন্দে একাধিক কাঠামোগত, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো গবেষণা অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা পরিচালনা, তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা সহকারী

নিয়োগ, ল্যাবরেটরি উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা তহবিল সীমিত হওয়ায় গবেষকদের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সীমিত সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উচ্চমানের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনার ব্যয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেকে কডি ১, কডি ২, কডি ৩ এবং কডি ৪ সূচকিত ওপেন-অ্যাক্সেস জার্নালে (বিশেষত স্কোপাস বা ওয়েবে অব সাইন্স-এ অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশনার জন্য আর্টিকলে প্রসেসিং চার্জ (এপসি) বা প্রকাশনা ফি প্রদান করতে হয়। অনেকে ক্ষেত্রে এই ফি ১ হাজার থেকে ৫

হাজার মার্কনি ডলার বা তারও বেশি হতে পারে। বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক বা তাত্ক্ষণিক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পক্ষে এ ধরনের ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থায়ন না থাকলে অনেকে মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান জার্নালে প্রকাশের সুযোগ হারায়। ফলস্বরূপ গবেষণাগুলো কম প্রচার পায় এবং উদ্ভূত সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা, উন্নত গবেষণাগারে অভাব, গবেষণার জন্য প্রাপ্ত সময়ের সংকট এবং অতিরিক্ত পাঠদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। অনেকে শিক্ষককে সপ্তাহে একাধিক কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজও করতে হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষণার জন্য প্রাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকে না।

অন্যদিকে গবেষণার মান, গবেষণা বিষয় নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক গবেষণা পরিবেশে শুধু গবেষণা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়; গবেষণাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয় যে তা আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহারযোগ্য হয়। এই সক্ষমতার ঘাটতিও বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুদ প্রতী উদ্ভূত সূচককে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করছে।

অনুদ প্রতী উদ্ভূত কিম হওয়া শুধু একটি র‍্যাংকিং সমস্যা নয়; বরং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামগ্রিক গবেষণা সক্ষমতার ওপরও প্রভাব ফেলে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। কডিএস র‍্যাংকিংয়ে অনুদ প্রতী উদ্ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা সামগ্রিক অবস্থানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার সুযোগ কমে যায়। বদিশে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষকদের সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়। উদ্ভূত কিম হলে সেই সুযোগ সীমিত হয়। তৃতীয়ত, গবেষণা অনুদান ও অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই গবেষণার পূর্ববর্তী প্রভাব বিবেচনা করে অর্থায়ন প্রদান করে। চতুর্থত, শিক্ষার্থীদের গবেষণা দক্ষতা উন্নয়নেও এর প্রভাব পড়ে। গবেষণামুখী পরিবেশে দুর্বল হলে শিক্ষার্থীরাও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ কম পায়।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার প্রভাব বৃদ্ধিকে একটি কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। তারা গবেষণা অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা সহায়ক অবকাঠামো এবং গবেষকদের জন্য অনুকূল পরিবেশে নিশ্চিত করে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর, নানইয়াং টেকনোলোজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার মান ও উদ্ভূত বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে উন্নত করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা দেখায় যে গবেষণার সংখ্যা নয়, বরং গবেষণার গুণগত মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক দৃশ্যমানতাই উদ্ভূত

বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি বাংলাদেশে জন্যও এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুদ প্রতী উদ্ভূত সূচক উন্নয়নের জন্য বচিছনি বা স্বল্পময়োদি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; বরং একটি সমন্বতি, গবেণাকনেদ্রকি এবং দীর্ঘময়োদি জাতীয় কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেণার প্রভাব, আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা এবং উদ্ভূতির হার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক মর্যাদা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে গবেণা প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গবেণার গুণগত মান এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতি করাও সমানভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে হতে পারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেণা জার্নালরে সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও নিজস্ব আন্তর্জাতিক মানরে জার্নালরে সংখ্যা সীমতি, এবং বিদ্যমান অনেকে জার্নাল আন্তর্জাতিক ডাটাবেজে সূচিকৃত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে এমন জার্নাল প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করতে হবে, যা স্কোপাস, ওয়েবে অব সাইন্স, ডিওএজে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সূচকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে। একটি শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল ব্যবস্থা গবেষকদরে মানসম্পন্ন গবেণা প্রকাশে উৎসাহিতি করবে এবং আন্তর্জাতিক গবেণা সম্প্রদায়রে সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে।

দ্বিতীয়ত, কডি ১, কডি ২, কডি ৩ এবং কডি ৪ সূচিকৃত আন্তর্জাতিক জার্নালরে গবেণা প্রকাশরে জন্য একটি জাতীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক স্কলারশপি ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে অনেকে উচ্চমানরে ওপনে-অ্যাক্সেসে জার্নালরে প্রকাশনার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্টিকিলে প্রসংহি চার্জ প্রদান করতে হয়, যা বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেণার্থী শিক্ষার্থীর জন্য বহন করা কঠিন। ফলে অনেকে মানসম্পন্ন গবেণা আন্তর্জাতিকভাবে দৃশ্যমান জার্নালরে প্রকাশিতি হওয়ার সুযোগ হারায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌথভাবে “পাবলিকেশন স্কলারশপি ফান্ড” বা “রসার্চ পাবলিকেশন গ্র্যান্ট” চালু করতে পারে, যার মাধ্যমে কডি ১- কডি ৪ জার্নালরে প্রকাশনার ফি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বহন করা হবে। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক, পিএইচডি গবেষক এবং তাত্কালীন শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের সহায়তা গবেণা উৎপাদন ও উদ্ভূতি বৃদ্ধিগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক গবেণা সহযোগিতি সম্প্রসারণরে ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতি হবে। বৈশ্বিকভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক যৌথ গবেণা সাধারণত বেশি উদ্ভূত হয় এবং দ্রুত গবেণা দৃশ্যমানতা অর্জন করে। তাই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেণা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক গবেণা নেটওয়ার্করে সাথে অংশীদারিগে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইসাথে শিক্ষক ও গবেষকদরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কর্মশালা এবং গবেণা বনিমিয় কর্মসূচিগে অংশগ্রহণরে সুযোগ বাড়িতে হবে।

চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেণা মূল্যায়নরে সংস্কৃতিগে পরিবর্তন আনা দরকার। শুধু পদোন্নতি

বা প্রশাসনিক প্রয়োজনকে জন্য গবেষণা প্রকাশ নয়, বরং উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন গবেষণা উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে হবে। কডি ১ এবং কডি ২ জার্নালে প্রকাশনার জন্য বিশেষ প্রণোদনা, গবেষণা পুরস্কার এবং অতিরিক্ত গবেষণা অনুদান প্রদান করা যতে পারে। পাশাপাশি গবেষকদের জন্য গবেষণা পদ্ধতি, একাডেমিক লখোলখি, গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা কৌশল বিষয়ক নয়মতি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, অনুদ প্রতি উদ্ভূতি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে “প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি” থেকে “প্রভাবশালী গবেষণা বৃদ্ধি”-এর দিকে অগ্রসর হতে হবে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল প্রতিষ্ঠা, কডি ১- কডি ৪ প্রকাশনা স্কারশপি চালু গবেষণা অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতে কডিএস সূচকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের উচিত পূর্ণকালীন গবেষণামুখী শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট তহবলি গঠন করা। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ গবেষণা ও শিক্ষক বিনিময় কর্মসূচি গবেষণার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। শুধুমাত্র পাঠদাননির্ভর মডলে থেকে বেরিয়ে এসে গবেষণাকেন্দ্রিক একাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে বসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার সম্ভাবনা বেশি থাকলেও শিক্ষক সংকট, প্রশাসনিক চাপ এবং সীমিত গবেষণা অর্থায়ন বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। অনেকে শিক্ষককে একইসাথে পাঠদান, প্রশাসন এবং গবেষণা পরিচালনা করতে হয়। ফলে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা সহায়ক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা অনুদান বৃদ্ধি অপরিহার্য। একইসাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব কমিয়ে গবেষণায় অধিক মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণার ভিত্তি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। তরুণ গবেষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতে অনুদ প্রতি উদ্ভূতি সূচকে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি গবেষণা বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপে নেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে আরও ভালো অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কডিএস র্যাংকিংয়ে অনুদ প্রতি উদ্ভূতি সূচক মূলত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার প্রকৃত প্রভাব, আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারে অবদানের মাত্রা পরিমাপ করে। বাংলাদেশে

উচ্চশিক্ষা খাত গত এক দশকে গবেষণা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ উদ্ভূতপ্রাপ্ত গবেষণা উৎপাদনরে ক্ষেত্রে এখনও কাকসক্লিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি। এই বাস্তবতায় শুধুমাত্র গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধিকরায় যথেষ্ট নয়; বরং এমন গবেষণা উৎপাদন করতে হবে যা আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজে ব্যবহৃত, আলোচিত এবং উদ্ভূত হবে। এই প্রকল্পে একটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন-উচ্চমানের গবেষণা প্রকাশের অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব। বর্তমানে কডি ১, কডি ২, কডি ৩ এবং কডি ৪ সূচকিত আন্তর্জাতিক ওপেন-অ্যাক্সেসে জার্নালগুলোতে প্রকাশনার জন্য যে পরিমাণ আর্টিকলে প্রসঙ্গে চার্জ প্রদান করতে হয়, তা বাংলাদেশেরে অধিকাংশ শিক্ষক, গবেষক এবং গবেষণার্থী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সামর্থ্যের বাইরে। অনেকে ক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যয় একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কয়েক মাসের বতনের সমতুল্য হতে পারে। ফলে বহু মানসম্পন্ন গবেষণা আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা শেষে পর্যন্ত দশেরে অনুদ প্রতী উদ্ভূত সূচককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়কে ব্যক্তিগত দায় হিসেবে না দেখে প্রাতিষ্ঠানিক ও জাতীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসাথে বাংলাদেশেরে প্রতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নাল প্রকাশনার সক্ষমতা গড়ে তোলার। বর্তমানে দশেরে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পরিচালনা করলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, নিয়মিত প্রকাশিত এবং স্কোপাস বা ওয়েব অব সাইন্স-এ সূচকিত নিজস্ব জার্নালের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অথচ বিশ্বের গবেষণারিভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব শক্তিশালী জার্নাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক গবেষণা নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশেরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক সম্পাদকম-লী, কঠোর পিয়ার-রিভিডি ব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রকাশনা অবকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সূচকিরণ অর্জন করতে পারে, তাহলে দশীয় গবেষণার বৈশ্বিক দৃশ্যমানতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কডি ১- কডি ৪ জার্নালে প্রকাশনার জন্য একটি স্থায়ী “পাবলিকেশন স্কলারশিপ” বা “ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল পাবলিকেশন ফান্ড” গঠন সময়ের দাবি যমেন মধোবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়, তমেনি গবেষণা প্রকাশনাকেও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গবেষণা ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যৌথ অর্থায়নে যদি প্রকাশনা সহায়তা তহবিল গঠন করা যায়, তাহলে হাজারো তরুণ গবেষক আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এর দীর্ঘময়াদি ফলাফল হবে গবেষণার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভূতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। সর্বোপরি, বাংলাদেশেরে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে গবেষণাকে কতটা কৌশলগতভাবে জাতীয় উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার ওপর। গবেষণা প্রকাশনা ব্যয়ে স্কলারশিপ, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল বৃদ্ধি, গবেষণা অর্থায়ন

সম্প্রসারণ এবং বৈশ্বিক গবেষণা সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশে কবেল কডিএস
র্যাংকিংয়ে উন্নতি করবে না; বরং একটি জ্ঞাননির্ভর, উদ্ভাবনমুখী এবং আন্তর্জাতিকভাবে
প্রতিযোগিতাশীল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অনুসন্ধান প্রতি উদ্ভূত সূচককে উন্নয়ন
তাই কোনো একক র্যাংকিং লক্ষ্য নয়; এটি বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মান উন্নীত করার
একটি অপরিহার্য পথনকশা।